রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, অক্টোবর ১৩, ২০১৬

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ২৮ আশ্বিন, ১৪২৩/১৩ অক্টোবর, ২০১৬

সংসদ কর্তৃক গৃহীত নিম্নলিখিত আইনটি ২৮ আশ্বিন, ১৪২৩ মোতাবেক ১৩ অক্টোবর, ২০১৬ তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতিলাভ করিয়াছে এবং এতদ্বারা এই আইনটি সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাইতেছে :–

২০১৬ সনের ৪০ নং আইন

প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট আইন, ২০১২ সংশোধনকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যসমূহ পূরণকল্পে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ১৫ নং আইন) এর সংশোধন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল:—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন**।—(১) এই আইন প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট (সংশোধন) আইন, ২০১৬ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। **২০১২ সনের ১৫ নম্বর আইনের পূর্ণাঙ্গ শিরোনাম (Long title) এর সংশোধন**।— প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ১৫ নং আইন), অতঃপর উক্ত আইন বলিয়া উল্লিখিত, এর পূর্ণাঙ্গ শিরোনাম (Long title) এ উল্লিখিত "নিশ্চিত" শব্দটির পর "এবং স্নাতকোত্তর পর্যায়ে উচ্চতর গবেষণার জন্য ফেলোশিপ ও বৃত্তি প্রদান" শব্দগুলি সন্নিবেশিত হইবে।

মূল্য : টাকা ৪.০০

৩। **২০১২ সনের ১৫ নম্বর আইন এর প্রস্তাবনা এর সংশোধন**।—উক্ত আইন এর প্রস্তাবনায় উল্লিখিত "নিশ্চিত" শব্দটির পর "এবং স্নাতকোত্তর পর্যায়ে উচ্চতর গবেষণার জন্য ফেলোশিপ ও বৃত্তি প্রদান" শব্দগুলি সন্নিবেশিত হইবে।

৪। **২০১২ সনের ১৫ নম্বর আইন এর ধারা ২ এর সংশোধন**।—উক্ত আইন এর ধারা ২ এর দফা (ঘ) এর পর নিম্নরূপ দফা (ঘঘ) সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

"(ঘঘ) "পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়" অর্থ আপাতত বলবৎ কোন আইন দ্বারা বা আইনের অধীন সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত কোন বিশ্ববিদ্যালয়, এবং এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকার কর্তৃক পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় বলিয়া ঘোষিত কোন ইনস্টিটিউটও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;"।

৫। **২০১২ সনের ১৫ নম্বর আইন এর ধারা ৯ এর সংশোধন**।—উক্ত আইন এর ধারা ৯ এর দফা—

(ক) (ক) এর পর নিম্নরূপ নূতন দফা (কক) সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

"(কক) স্নাতকোত্তর পর্যায়ে উচ্চতর গবেষণার জন্য পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে এম.ফিল. বা পিএইচ.ডি. কোর্সে নিবন্ধিত বা গবেষণায় নিয়োজিত গবেষককে ফেলোশিপ ও বৃত্তি প্রদান;";

(খ) (ঘ) তে উল্লিখিত "উপবৃত্তির" শব্দটির পরিবর্তে "ফেলোশিপ, বৃত্তি বা উপবৃত্তির" শব্দগুলি ও কমা প্রতিস্থাপিত হইবে; এবং

(গ) (ঞ) এর প্রান্তস্থিত " ।" দাড়ি চিহ্নটির পরিবর্তে ";" সেমিকোলন চিহ্ন প্রতিস্থাপিত হইবে এবং নিম্নরূপ নূতন দফা (ট) সংযোজিত হইবে, যথা:—

"(ট) এই আইন এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, নীতিমালা প্রণয়ন।"।

ড. মোঃ আবদুর রব হাওলাদার
সিনিয়র সচিব।

মোঃ আব্দুল মালেক, উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আলমগীর হোসেন, উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd